দেশের মাদরাসা শিক্ষক কর্মচারীদের পেশাজীবী অরাজনৈতিক সংগঠন

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচী সম্বলিত পেপার কাটিং

ঃ প্রধান কার্যালয় ঃ

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও মসজিদে গাউছুল আজম কমপ্লেক্স
৫৪-এ/বি, মহাখালী, গুলশান, ঢাকা-১২১২, ফোন ঃ +৮৮০২২২২৯৯৪১৯
web site: www.bjm.org.bd, e-mail: bdjamiatul@gmail.com

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আজকের প্রেক্ষাপট

অধ্যক্ষ শাব্বীর আহমদ মোমতাজী | প্রকাশের সময় : ১৭ মার্চ, ২০২০, ১২:০২ এএম

ইসলাম শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম। যুগে যুগে এ পৃথিবীতে নবী-রাসুলগণ (দ.) মহান আদর্শ নিয়ে মানবতার সেবার মাধ্যমে পথহারা মানুষদের শান্তির পথে এনেছেন। নবী ও রাসূলগণের (দ.) পর তাদের অনুসারীগণ এই কাজটুকু করেই দুনিয়াব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে কোন নবী-রাসূল আসেননি, এমনকি আমরা যারা তাসাউফ তরিকা বা সূফীবাদে বিশ্বাস করি, আমাদের তরিকার যেসকল প্রসিদ্ধ ইমাম বা বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন তারাও কেউ আমাদের দেশে আসেননি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হযরত শাহজালাল, হযরত শাহ পরান, হযরত মাহি ছওয়ার, হযরত খান জাহান আলীসহ যারাই এদেশে ইসলামের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন তারা সকলেই এসেছেন বাগদাদ, ইয়েমেন, খুরাসান কিংবা আরবীয় কোন না কোন দেশ থেকে। জানা যায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পুরুষগণও এদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে আগমন করেন। বংশ পরম্পরায় শেখ লুৎফর রহমনের ঔরসে ও সায়েরা খাতুনের গর্ভে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও সূফীবাদে বিশ্বাসী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শিশু, কিশোর, যুবক বয়সের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে অনেক বই-পুস্তক

রচিত হয়েছে, আমি সেই দিকে আলোকপাত না করে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় সেবার বিষয়টি পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরতে চাই। ছোটবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন ধার্মিক। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি জীবনের অনেকটুকু সময় পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। জেল-জুলুম স্বীকার করেছেন বহুবার। তাঁর মানব সেবা ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেই দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের দায়িত্বভার নিয়ে বাঙালি জাতিকে বিশ্বের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি বাঙালি জাতিকে সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত, ধর্মীয় জীবন যাপনে অভ্যস্থ উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারি করে জাতিকে শিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ সাহেবের নেতৃত্বে মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের মাদরাসা শিক্ষক ও আলেম-ওলামাদের সম্মেলনে ১৯৭৩ সালে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা আলীয়া মাদরাসা মাঠে অংশ গ্রহণ করে এ দেশে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে নীতি নির্ধারণী নির্দেশনা দিয়ে মাদরাসা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেমেদ্বীন ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে স্বায়ত্ত¡শাসিত মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের যাত্রা শুরু করেছিলেন। ইসলামের সেবায়, ইসলাম চর্চা ও গবেষণার জন্য বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় বায়তুল মোকাররম মসজিদ নিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং একজন প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন ও ইসলামিক স্কলার, মেশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা ফজলুল করিমকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে দুইজন আলেমকে নিয়োগ দিয়ে তিনি আলেমদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর কতটুকু ভক্তি-শ্রদ্ধা, বঙ্গবন্ধুর অনেক বক্তৃতায়ই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার ভাষণে বলেছিলেন, ‘আমরা বিশ্বাসী ইসলামের বিশ্বাসে, আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে কারিম (দ.) এর ইসলাম, যে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অনেক মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বারবার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারে তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করে দুনিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য।’ ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত বাতাসে এসে ঢাকা সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন, ‘আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, তোমরা আমাকে মারতে চাও, মেরে ফেলো। আমি বাঙ্গালী, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। মুসলমান একবার মরে বারবার মরে না।’ বঙ্গবন্ধুর ন্যায় মহান নেতা বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলেও দেশ শাসনের সুযোগ বেশি দিন পাননি। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার ও কল্যাণে যা করেছেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড স্থাপন: বঙ্গবন্ধু সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ’কে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে মাদরাসা শিক্ষার যাত্রা শুরু

করেছিলেন, যার ফলে আজকে বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজার দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল মাদরাসা ও ১৭ হাজার ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীগণ দেশ ও ইসলামের সেবার সাথে সাথে সমাজ উন্নয়ন, জঙ্গিবাদসহ সকল অনৈতিক কাজ থেকে দেশের মানুষকে বিরত থাকার মত কাজটিই করে যাচ্ছে। মাদরাসা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা: বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের সেবায় যে কাজটি করে গেছেন কিয়ামত পর্যন্ত এর নেকী অবশ্যই তিনি পাবেন। আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারি অর্থে পরিচালিত একটি সংস্থা। এর মাধ্যমে কুরআনের বাংলা তরজমা, তাফসির, হাদিস গ্রন্থের অনুবাদ, রাসূল (সা.) এর জীবন ও কর্মের উপর রচিত ও অনূদিত বই পুস্তক, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি আইন ও দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহাবী ও মনীষিদের জীবনী ইত্যাদি নানা বিষয়ে হাজার হাজার বই পুস্তক প্রকাশ, ৬৪ জেলা কার্যালয় ২৮টি ইসলামিক মিশন, ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মসজিদভিত্তিক মক্তব, মসজিদ পাঠাগারসহ নানাবিধ কাজের মাধ্যেমে ইসলামের মহান সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করণ: বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকদের অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ও সুন্দর একটি ইসলামি পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে মদ, জুয়া, হাউজি ও ঘোড়ার দৌড় নিষিদ্ধ করেন। বঙ্গবন্ধু মহানবী (সা.) এর শিক্ষায় অনুপ্রাণীত হয়ে এসব বন্ধ করে রেসকোর্স ময়দানে অনৈসলামিক কর্মকান্ড বন্ধ করে সে যায়গায় ফলবৃক্ষ রোপণ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

কাকরাইল মারকাজ মসজিদ ও বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে জায়গা বরাদ্দ: বিশ্ব মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ, ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সুবিধার্থে বিশেষ করে ইসলামের পথে দাওয়াতি কার্যক্রমের সুবিধার্থে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। যেখানে সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ ইসলাম প্রিয় ভাইয়েরা সমবেত হয়ে ইসলামি জিন্দেগী পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তদ্রুপ তাবলিগ জামাতের কেন্দ্রীয় দপ্তর হিসেবে পরিচিত কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণ এবং মসজিদের জায়গা বরাদ্দ দেন। বঙ্গবন্ধুই প্রথম কমিউনিস্ট দেশ হিসেবে পরিচিত সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম প্রচারে তাবলীগ জামায়াত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত: বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই প্রথম বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের তাফসির করা শুরু হয়, যা এখনও চালু রয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ পবিত্র কুরআনের মহিমায় মহিমান্বিত হচ্ছেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), শব-ই-বরাত ও শব-ই-কদর উপলক্ষে সরকারি ছুটি: আমরা মুসলমান হিসেবে, হুজুর (সা.) এর খাঁটি অনুসারী হিসেবে বিশ্বাস করি, হুজুরে পাক (সা.) এর মিলাদ পালন করা অবশ্যই নেকের কাজ। কিন্তু সরকারিভাবে এই মহাপবিত্র দিবসটি উদযাপনের জন্য সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুই ব্যবস্থা করেন। এবং ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), শব-ই-বরাত, শব-ই-কদরে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন এবং এই সকল পবিত্র দিনে সিনেমা হল বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেন। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু নিজে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বায়তুল মোকাররাম চত্ত¡রে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান হিসেবে উপস্থিত থেকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপন করে নবীপ্রেমিক হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেন।

হজ্জ পালনের জন্য সরকারি অনুদান: সদ্য স্বাধীন দেশের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুই প্রথম ইসলামের পবিত্র ইবাদাত হজ্জ পালনের জন্য ব্যবস্থা করেন এবং হজ্জযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের

ব্যবস্থা করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন: বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সভায় যোগদান করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং উক্ত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সাথে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে।
ইসলামের খেদমতে বঙ্গবন্ধু অনেক কাজ করে গিয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমরা তাকে হারিয়েছি। তিনি স্বপরিবারে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। জাতি তাঁর এবং তাঁর পরিবারের কাছে চিরঋণী হয়ে আছে। আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ইসলাম ও দেশের সেবায় তাঁর মরহুম পিতা বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত নীতি নিয়ে এগিয়ে চলছেন। বঙ্গবন্ধুর পরিবার ধার্মিক, সূফীবাদে বিশ্বাসী আলেম-ওলামা ভক্ত। বঙ্গবন্ধুর কন্যাদ্বয়ও পীর-আওলীয়াদের তথা সূফীবাদের অনুসারী। মানবতা ও ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, তিনি জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা ও উত্তরসূরী। তাঁর পিতার ইসলামের সেবায় অসমাপ্ত কাজগুলো পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যার মাধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি মাত্র। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েই দেশের মাদরাসা শিক্ষক কর্মচারীদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনে নেতৃত্বে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় নেতা ও আলেম-ওলামার উদ্দেশ্যে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে তাঁর সু-উচ্চ ইচ্ছেগুলো প্রকাশ করেন এবং পর্যায়ক্রমে তিনি আলেম ওলামাদের অন্তরে স্থান করে নেন। তাঁর প্রতি দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের অগাত আস্থা রয়েছে। তিনি আলেম-ওলামার শত বছরের দাবি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, কওমি সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাদরাসা শিক্ষার অনেক সমস্যার সমাধান তাঁর নির্দেশেই হয়েছে, আরো হচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষকদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর হয়েছে, নতুন জনবল কাঠামো হয়েছে, মাদরাসা শিক্ষায় অনার্স, মাস্টার্স চালু হচ্ছে, মাদরাসাগুলোতে দৃষ্টি নন্দন অবকাঠামো হচ্ছে। আজ প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টিতে প্রায় ৭৮টি মাদরাসায় অনার্স, ২৮টি মাদরাসায় মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার্থীগণ আজ মাদরাসায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়ছে। মাদরাসার ৫ম ও ৮ম শ্রেণিতে সরকারি বৃত্তি ছিল না, তাও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের হাতে লিখে নির্দেশনা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড। তার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে মাদরাসা শিক্ষার্থীগণও নানাবিধ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। মাদরাসার জীর্ণশীর্ণ অবকাঠামো ভেঙ্গে বহুতল দৃষ্টিনন্দন ভবন তৈরি হচ্ছে। যেখানে আনন্দের সাথে শিক্ষার্থীগণ লেখাপড়ার পরিবেশ পাবে। আল-কুরআনের ডিজিটালাইজেশন, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্য্যবর্ধন ও সম্প্রসারণ, সু-উচ্চ মিনার নির্মাণ, উপজেলা পর্যায়ে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের মধ্যে সমঝতা স্মারক স্বাক্ষর করে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, জেদ্দা হজ্ব টার্মিনালে বাংলাদেশ প্লাজা স্থাপন, রেকর্ড সংখ্যক হজ্বযাত্রী প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লাহ শাহী মসজিদ ও জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদের উন্নয়ন তাঁরই সুদৃষ্টির ফসল। দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আস্থার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ করেছেন তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তার

যুগান্তকারী অবদানের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে। বাঙালি জাতিই নয়, সারা বিশ্ব আজ আনন্দের সাথে পালন করছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে পালিত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি। মাদরাসায় মাদরাসায় শতবর্ষ কর্মসূচিতে থাকছে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদদের স্মরণ। শুভক্ষণে অনেকের অনেক আশা থাকে, আমাদের দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা শিক্ষক কর্মচারীগণ মনে করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশের জন্য, জাতির জন্য অনেক উন্নয়ন করেছেন, তাঁর পক্ষেই সম্ভব বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা। তাঁর নির্দেশনার অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসার চিরবঞ্চিত শিক্ষকগণ ও সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদরাসার উপবৃত্তি বঞ্চিত শিক্ষার্থীগণ। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি, মদ-জুয়া, মাদকাসক্তিসহ সকল অনৈতিক কাজ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। দেশবাসীর দায়িত্ব ভালো কাজে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ, আলেম-ওলামাসহ সকলেরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক সহযোগিতা করা। আমরা যদি দেশে ইসলামী পরিবেশ তৈরি করতে পারি এবং সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করি তাহলেই শান্তি পাবে জাতির পিতার বিদেহী আত্মা।

লেখক: মহাসচিব, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

বঙ্গবন্ধু লেবাসসর্বস্ব নয় ইনসাফের ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন

সেমিনারে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দ জন্মশত বার্ষিকীতে সারাদেশে সেমিনার-শীতবস্ত্র বিতরণ করবে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০, ১২:০২ এএম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেবাস স্বর্বস্ব ইসলামে নয়, ইনসাফের ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের একক ও সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- "আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই, এ কথার জবাবে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য, আমরা লেবাস স্বর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর ইসলাম, যে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। যে দেশে শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাশের কথা ভাবতে পারেন তারাই ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফারস্থা করে তোলার কাজে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর মহাখালীস্থ গাউসুল আজম কমপ্লেক্স মিলনায়তনে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও আজকের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এক সেমিনার ও

আলোচনা সভায় সংগঠনটির নেতারা এসব কথা বলেন। মাদরাসা শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা তুলে ধরে তারা বলেন, মরহুম মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে চেয়ারম্যান করে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের কার্যক্রম পুনরায় চালু করেন। তিনি ক্ষমতাসীন থাকাকালে মাদরাসার জন্য সরকারী অনুদান বন্ধের একটি প্রস্তাব সম্বলিত নথি বঙ্গবন্ধুর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি ফাইলে লিখেন যে, মাদরাসা শিক্ষার জন্য যে বরাদ্দ এতদিন ছিল, সেটাই থাকবে। তবে ভবিষ্যতে এ বরাদ্দ আরো বাড়ানো যায় কি না এবং কতটা বাড়ানো যায় তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জমিয়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন মন-মানসিকতায় ধর্মপ্রাণ। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সাল থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় বেতার ও টেলিভিশন কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু এবং রাতে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় সীরাত মজলিশ গঠন করে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বায়তুল মোকাররম মসজিদ চত্বরে জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উদযাপন মাহফিলের শুভ উদ্বোধন, বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ, কাকরাইলের মারকায মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান। হজ্ব পালনের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা, শব-ই-বরাত, শব-ই-কদর উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা। মদ-জুয়া-হাউজি-লটারী ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ ও শাস্তির বিধান, সরকারী অনুষ্ঠানে বিদেশী মেহমানদের জন্য মদ পরিবেশন বন্ধ করা। রেসকোর্স ময়দানের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধকরন, চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্সকে ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ন্যস্তকরণ, হজ্ব পালনে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা, হজ্ব ভ্রমনে কর রহিতকরণ, রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণ, ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ করেন। এছাড়াও ১৯৭৪ সালে ও আই সি সম্মেলনে যোগদান করে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্ক সুসংহত করার উপর জোর তাগিদ দেন এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি তুলে ধরেন। এককথায় বলা যায় বঙ্গবন্ধু নয় কোন ব্যক্তির, নয় কোন দলের বা নয় কোন গোষ্ঠীর, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।

ইসলামি ফাউন্ডেশনের গভর্নর, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সহ-সভাপতি ও ঢাকা নেছারীয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার ছালেহীর সভাপতিত্বে সেমিনারে অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইসলামী অনুশাসন পালন ও আমলের পাশাপাশি আলেম-ওলামাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনেক বেশি। কারণ তিনি আউলিয়া কেরাম, আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরি। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনেও দুইজন মাওলানার সান্নিধ্য পেয়েছেন। এদের একজন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অন্যজন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। বঙ্গবন্ধুর সময়ে ইসলামী শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষার যেমন সার্বিক উন্নয়নের সূচনা হয়েছে। তাঁর সময়েই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার বিষয়ে জমিয়তের কার্যক্রম তুলে ধরে তিনি বলেন, মাদরাসা শিক্ষার সাথে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গি। এই শিক্ষার উন্নয়নের কাজ থেকে জমিয়াত এক দিনের জন্যও দূরে সরে থাকেনি। এই সরকারের সময়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বৈষম্য নিরসনসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই জমিয়াতের দাবির প্রেক্ষিতেই বাস্তবায়ন হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ৮ম শ্রেণির আরবি সাহিত্যের পাঠ্যসূচিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, স্মৃতিসৌধ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে জমিয়াতের পরামর্শেই। এছাড়া মাদরাসার জন্য যে জনবল

কাঠামো জারি করা হয়েছে সেটিও জমিয়াতের নেতৃত্বেই। এসময় তিনি সকল ক্ষেত্রে চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানান।

জমিয়াতের বিরুদ্ধে নানা প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে মন্তব্য করে সংগঠনটির মহাসচিব বলেন, জমিয়াতের ঐক্য ও সরকারের কাছ থেকে মাদরাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দাবি আদায়ের সফলতা দেখে একটি গোষ্ঠী সব সময় ঈর্ষাণি¦ত হয়। এজন্য তারা সারাদেশে অনেক চেষ্টা করেছে, আমাদের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রলোভন দেখিয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। শেষে তারা প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। তবে জমিয়াতের ঐক্য নষ্ট করতে পারেনি।

কর্মসূচি ঘোষণা: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের সকল মহানগর, জেলা, উপজেলা এবং প্রত্যেকটি মাদরাসায় 'ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান' শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা করার ঘোষণা দেয়া হয়। একই সাথে বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় শীতবস্ত্র বিতরণ করতে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

জমিয়াতের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সেমিনারের প্রধান আলোচক অধ্যক্ষ মাওলানা মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আগামী দিনের বিশ্ব হচ্ছে মুসলমানদের, ইসলামের। ধীরে ধীরে ইসলামের বিজয় সম্প্রসারিত হচ্ছে। এজন্য স্রোতের বাইরে যাওয়া যাবে না। ইসলামী বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এখন থেকেই মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। আর এটি হবে মাদরাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ মাওলানা ড. মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার ছালেহী বলেন, আমরা যতই মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছি, ততই আমাদের বিরুদ্ধে বিপরীত একটি পক্ষ কাজ করছে। তাই চোখ বন্ধ করে রাখলে হবে না, চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করতে হবে। আমাদের যেন কেউ বিভ্রান্ত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ড. একেএম মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, আ খ ম আবুবকর সিদ্দীক, অধ্যক্ষ, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা, ড. মাওলানা মো. নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, অধ্যক্ষ, হোসাইনিয়া দারুল উলুম কামিল মাদরাসা, মহাখালী, ঢাকা, মাওলানা মুহাম্মদ এজহারুল হক, অধ্যক্ষ, গাউছিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মাওলানা আবু জাফর মো. ছাদেক হাসান, অধ্যক্ষ, দারুল ফালাহ্ ছালেহীয়া সাহেব আলী আলিম মাদরাসা, তুরাগ, ঢাকা, মাওলানা মো. মাহবুবুর রহমান, মুহাদ্দীস, হোসাইনিয়া দারুল উলুম কামিল মাদরাসা, মহাখালী, ঢাকা, মাওলানা মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, অধ্যক্ষ, মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, মানিকগঞ্জ সদর, মাওলানা মো. আব্দুল জলিল মিয়া, অধ্যক্ষ, কুমরাদী ফাযিল মাদরাসা, নরসিংদী, মাওলানা মো. আব্দুল হাই, অধ্যক্ষ, কালাদী হাজী শাহাজ উদ্দীন কামিল মাদরাসা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মাওলানা মো. নোমান ছিদ্দিকী, অধ্যক্ষ, মুগরাকুল মোহাম্মদীয়া আলিম মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ, মাওলানা মো. শাহজাহান মিয়া, অধ্যক্ষ, নারায়ণগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ সদর, মাওলানা মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, অধ্যক্ষ, ভ‚ইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ, মাওলানা মো. আব্দুল হাকিম মিয়া, অধ্যক্ষ, আমলিয়া মেন্দিপুর ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা, মাওলানা মো. ফারুক আহমদ হাওলাদার, সুপার, বাইতুল হুদা দাখিল মাদরাসা, পিরোজপুর, মাওলানা মো. বদিউল আলম, প্রধান মুহাদ্দীস, উত্তর বাড্ডা

ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা, মাওলানা মো. মুস্তাফিজুর রহমান, আরবি প্রভাষক, মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদরাসা, আরমানীটোলা, ঢাকা, মাওলানা মো. তোজাম্মল হক, সহঃঅধ্যাপক, আদর্শ ইসলামি মিশন মহিলা কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মাওলানা মো. মামুনুর রশিদ, প্রভাষক (আরবি), নাজমুল হক মদিনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, গোড়ান, ঢাকা, মাওলানা মো. আবুল হাশেম, অধ্যক্ষ, ডগাইর দারুচ্ছুন্নাত ফাযিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা, আবু জাফর মো. ছালেহ, মো. আলমগীর ভূইয়া, কে এম সাইফুল্লাহ, মো. আবুল কাসেম, মো. মহিউদ্দীন কামালী, মো. জমির খান প্রমুখ। সেমিনার ও আলোচনা সভায় জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মনোনিত নেতৃবৃন্দ স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশ নেনে।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

মাদরাসা শিক্ষার কারণে দেশে সহনশীলতা বিরাজ করছে

চট্টগ্রামে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের শিক্ষক সমাবেশে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান

চট্টগ্রাম ব্যুরো | প্রকাশের সময় : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, ১২:০১ এএম

শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এমপি বলেছেন, মাদরাসা তথা দ্বীনি শিক্ষার কারণে আমরা সহনশীল সমাজ পেয়েছি, দেশে সহনশীলতা বিরাজ করছে। এ স্থিতিশীলতার কারণে দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, বিদেশি শিক্ষার্থীরাও এ দেশের মাদরাসায় পড়তে আসবে। মাদরাসায় পড়ে কেউ জঙ্গি হয় না। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে জঙ্গিবাদে জড়িয়েছে। মাদরাসায় শিক্ষিতরাই দেশ ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে এখন প্রতিষ্ঠিত।

তিনি গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম নগরীর ষোলশহরে জিননুরাইন কনভেনশন হলে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগর আয়োজিত বর্ণাঢ্য এক শিক্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। উপমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাদরাসা তথা দ্বীনি শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই শিক্ষার আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক

সম্পর্ক। আর এই কারণে পেশাজীবী এই সংগঠনের সব দাবি তিনি পূরণ করেছেন। তার সরকারের সময়ে মাদরাসা শিক্ষার যে উন্নয়ন হয়েছে তা অতীতে কোন সরকারের সময়ে হয়নি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান একুশে স্মরণে আয়োজিত এ শিক্ষক সমাবেশে বন্দরনগরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামাসহ সর্বস্তরের মাদরাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যোগ দেন। প্রধান অতিথি সমাবেশ স্থলে এসে পৌঁছলে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানে ব্যরিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী তার পিতা চট্টলবীর মরহুম এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নগরীতে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের জন্য একটি অফিস নির্মাণ করে দেয়ার আশ্বাস দেন। উপমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিছিয়ে পড়া মাদরাসা শিক্ষাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে দাঁড় করিয়ে যান। সেই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন করছেন। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অবকাঠামোখাতেও ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। ছয় হাজার কোটি টাকায় সারাদেশে ১৮শ' মাদরাসা ভবন তৈরি হচ্ছে।

মাদরাসা শিক্ষা আধুনিকায়ন এবং উন্নত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাদরাসার ছাত্ররা দেশ পরিচালনায় ভূমিকা রাখছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী মাদরাসা থেকে আসছে। সম্প্রতি শ্রীলংকা সে দেশের মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশ থেকে সহযোগিতা নিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, একসময় এ দেশে বিদেশি ছাত্ররা মাদরাসায় পড়তে আসবে। দ্বীনি শিক্ষার কারণে নৈতিক ও মানবিক সমাজ গড়ে উঠছে। যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে তিনি কখনো অন্যায়-দুর্নীতি করতে পারেন না। আলেম-ওলামাদের মাদরাসা শিক্ষার পাশাপাশি সমাজে দ্বীনের শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব অধ্যক্ষ আল্লামা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সাথে এই দেশের সর্বস্তরের আলেম-উলামা, পীর মাশায়েখরা আছেন। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে আমরা দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ। আমরা সবসময় সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালে ঢাকা আলিয়া মাঠে জমিয়াতুল মোদারের্ছীনের সমাবেশে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এ দেশে মাদরাসা শিক্ষা থাকবে।

তার সে ঘোষণার মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার যে উন্নয়ন শুরু হয়েছে তা এগিয়ে নিচ্ছেন তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আমাদের দাবি পূরণে সবসময় আন্তরিক। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য নিরসনসহ সবকিছুই তিনি করে দিয়েছেন। তার সময়ে মাদরাসা শিক্ষার যে উন্নয়ন হয়েছে তা আর কোন সরকারের সময়ে হয়নি। মুজিববর্ষ উপলক্ষে উত্তরবঙ্গে পাঁচ লাখ টাকার কম্বল বিতরণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জমিয়াতুল মোদারের্ছীন দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ডও পরিচালনা করছে। শাব্বীর আহমদ মোমতাজী ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) কে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের ঘোষণা দেয়ায় জমিয়াতুল মোদারের্ছীন ও সারাদেশের আলেম

সমাজের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। সমাবেশে বক্তাগণ এদেশের মাদরাসা শিক্ষা এবং শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা এম এ মান্নান (রহ.) এর অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তারা ইসলামি আরবি বিশ^বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং আরও যেসব দাবি আছে তা মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ আল্লামা মোখতার আহমদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মুফতি সৈয়্যদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আল্লামা আবুল ফরাহ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহানগর সভাপতি প্রিন্সিপাল কাযী আবুল বয়ান হাশেমী। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আল্লামা ইসমাইল নোমানী।

এতে আরও বক্তব্য রাখেন বায়তুশ শরফ কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল ড. সাইয়্যেদ আবু নোমান, ছোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা হারুন অর রশিদ, প্রিন্সিপাল আবুল ইরফান মোহাম্মদ লোকমান চিশতী, প্রিন্সিপাল মাওলানা নজরুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন, প্রিন্সিপাল আহমেদ হোসাইন আলকাদেরী, প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, অধ্যক্ষ ইকরামুল হক, ড. খলিলুর রহমান, কারী আবু তৈয়ব, হাফেজ আবু জাফর সিদ্দিকী, ড. মহিউল হক, ড. মতিউল ইসলাম, মুহাদ্দিস আনোয়ার হোসাইন, অধ্যক্ষ রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী, মাওলানা এনামুল হক সিকদার, অধ্যক্ষ জমিউল আকতার আশরাফী, মুহাদ্দিস আবদুস সালাম শরফী, উপাধ্যক্ষ আবদুল অদুদ, উপাধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম, মাওলানা আবুল মনসুর, মাওলানা আবু হুদোয়ান, মাওলানা আবদুল্লাহ আল নোমান, মাওলানা নঈমুল হক, অধ্যাপক আজগর আলী, অধ্যাপক মাহফুজুল হক প্রমুখ।

শিক্ষক সমাবেশের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন কামিল শিক্ষার্থী মোহাম্মদ তানভীর। সমাবেশকে ঘিরে কনভেনশন হলে আলেম-ওলামাদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। সবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, হযরত মাওলানা এম এ মান্নান (রহ.), চট্টলবীর এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মরহুম নেতাদের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

মুজিববর্ষ উপলক্ষে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের শীতবস্ত্র বিতরণ

গাজীপুর জেলা সংবাদদাতা : | প্রকাশের সময় : ৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১২:০২ এএম

গাজীপুরের শ্রীপুর ভাংনাহাটি রহমানিয়া কামিল মাদরাসা উদ্যোগে গত রোববার মাদরাসা শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে মাদরাসা শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও এলাকার গন্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপস্থিত হন। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন, গাজীপুর-৩ আসনের এমপি ইকবাল হোসেন সবুজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, শ্রীপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. শামছুল আলম প্রধান। প্রধান আলোচকের বক্তব্যে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব ও শ্রীপুর ভাংনাহাটি রহমানিয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল আলহাজ মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃষ্টি ও মাদরাসা শিক্ষানুরাগীতার ফলশ্রæতিতে দেশের ইসলামি শিক্ষা ধারায় অভ‚তপূর্ব পরিবর্তন এসছে। স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের তুলনায় মাদরাসা শিক্ষার্থীরা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় মাদরাসা শিক্ষকদের শত বছরের দাবি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা শিক্ষা অধিদফতর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলাদা কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দেশের স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকরা যুগযুগ ধরে বিনা বেতনে পাঠদান করে আসছেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক। যখন বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনও এ দেশের একদল জাতিগড়ার কারিগর বিনাবেতনে মানবেতর দিনাতিপাত করছেন, নিঃসন্দেহে এটি

বেমানান। তিনি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেন। এসময় তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের গৃহীত কর্মসূচি সকলের সামনে তুলে ধরেন। কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সারাদেশে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, দেশের সকল মাদরাসায় বঙ্গবন্ধুর রূহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইকবাল হোসেন সবুজ এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন আজকে যে শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার দাবি রাখে। এ ছাড়াও এ সংগঠন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জানতে পেরে আনন্দিত হলাম। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠান থেকে অন্যান্য সমাজ সেবামূলক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ পাবে বলে আমি আশা করছি। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের দাবির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আরবি বিশ্ববিদ্যালয়কে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে সার্বিক সহযোগীতা করে আসছে। এর ধারা অব্যাহত থাকলে অতি স্বল্প সময়ে মাদরাসা শিক্ষাকে আরো আধুনিকায়ন করে দেশের সকল শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রভাগে নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করছি। আজকে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের এ শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় পঞ্চগড়ে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের শীতবস্ত্র বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ২৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১১:৫৬ পিএম,

দেশের মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের পেশাজীবী অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন পঞ্চগড় জেলা শাখার উদ্যোগে ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধুর অবদান ও আজকের প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আলোচনা সভা শেষে গরীব অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করা হয়েছে। পঞ্চগড় নূরুন আলা নূর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ সংগঠনের পঞ্চগড় জেলা কমিটির সভাপতি ডঃ আব্দুর রহমান এতে সভাপতিত্বে আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরন ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, অধ্যক্ষ মাওলানা ডঃ ইদ্রিস খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী ইসলামের সেবায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেসকল কর্মকান্ড করে দৃষ্টান্ত রেখেগেছেন সেবিষয়ে বিস্তারিত

আলোচনা করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার আদর্শ লালন করে আলেম ওলামাদের যে সম্মানের জায়গায় অধিষ্ঠিত করেছেন সে বিষয়সমূহও সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছায় দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস'কে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয় যা বঙ্গবন্ধুর আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখদের প্রতি অঘাত ভালবাসা ও ইসলামের সেবায় দূরদর্শীতা সম্পন্ন মনভাবের বর্হিঃপ্রকাশ। আমি আশাবাদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এখন থেকেই মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বি এম টি টি আই, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মাদরাসার কার্যক্রমে সম্পৃিক্ত সকল দপ্তরসমূহে মাদরাসা শিশিক্ষত আলেম ওলামাদের নিয়োগ দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলেম ওলামাদের প্রতি যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা অক্ষুন্ন রাখবেন।

শীতবস্ত্র বিতরন অনুষ্ঠানে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ বলেন, জামিয়াতুল মোদার্রেছীন প্রতিবছরই শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে। সংগঠনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের নির্দেশে আমরা এবারও শীতবস্ত্র বিতরণ করতে এসেছি। চেষ্টা করবো যাতে আমাদের এ শীতবস্ত্র বিতরণী কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। শীতার্ত মানুষের পাশে থাকার জন্য সরকারী বেসরকারিসহ ব্যক্তিগত ভাবে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, পৌর কাউন্সিল হাসনাত মোঃ হামিদুর রহমান, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আরমান আলী, অধ্যক্ষ মফিজ উদ্দীন, অধ্যক্ষ ইয়াসিন আলী, উপাধ্যক্ষ মফিজ উদ্দীনসহ জেলার বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষক ও অধ্যক্ষবৃন্দ।

এসময় গরীবদের মাঝে শীত বস্ত্র তুলে দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের রুহের মাগফেরাত কামনাসহ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দ।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

এবতেদায়ী মাদরাসাকে জাতীয়করণের দাবি

প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী

দিনাজপুর অফিস : | প্রকাশের সময় : ২৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১২:০১ এএম

বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীন এর মহাসচিব¡ প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেছেন, সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। তেমনি এবতেদায়ী মাদরাসাকে জাতীয়করণ জরুরী হয়ে পরেছে। ইসলামের জন্য বঙ্গবন্ধু অনেক খেদমত করেছেন। ১৯৩৭ সালে ফুরফুরা দরবারে আসাম বেঙ্গল জামিয়াতুল মোদার্রেছীনের সৃষ্টি হয়। তখন থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষকদের পাশে থেকে সুযোগ সুবিধার এ সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষকদের জনবল কাঠামো করা হয়েছে। এখন সংগঠনের মূল দাবি শিক্ষকদের জাতীয়করণ করা। মুজিব শতবর্ষ বার্ষিকীতে এবতেদায়ী শিক্ষকদের জাতীয়করণের আহবান জানান প্রধানমন্ত্রীর কাছে। এছাড়া করোনাকালে সংগঠনের সকলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানান।

তিনি গতকাল রোববার দুপুরে বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীন জেলা শাখার আয়োজনে সদর উপজেলার সালন্দর ইসলামীয়া কামিল মাদরাসা হলরুমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীন জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মোজাহারুল ইসলাম এর

সভাপতিত্বে বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীন এর যুগ্ম মহাসচিব আ ন ম হাদিউজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিন্সিপাল মাওলানা ড. ইদ্রিস খাঁন, সহকারি মহাসচিব মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, সালন্দর ইসলামীয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব মাওলানা রফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। পরে অসহায় দুস্থ মানুষের জন্য জেলার পাঁচ উপজেলার বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীন এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে ৫ শতাধিক শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিসহ অন্যন্যরা। এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় নিজ নিজ এলাকার শীতার্ত মানুষের মাঝে বন্টনের উদ্দেশ্যে।

dainikshiksha.com

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ঠাকুরগাঁওয়ে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক | ২৪ জানুয়ারি, ২০২১

ঠাকুরগাঁওয়ে স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষীকি উপলক্ষে ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধুর অবদান ও আজকের প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে দেশের মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের পেশাজীবী অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন।

রোববার (২৪ জানুয়ারি) জাতির জনকের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দুঃস্থ অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এর আগে গতকালও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোর্দারেছীন ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও আজকের প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উদার চেতনার অধিকারী একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তারই যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষাকে মানসম্মত ও যুগোপযোগী করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উন্নতি করেছেন।

তিনি বলেন, আমরা আশাবাদি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমনিভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে একযোগে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ সরকারীকরণ করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর আদর্শ লালনকারী ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত ইবতেদায়ী মাদরাসাসমূহকে অবৈতনিক ও সরকারীকরণ করবেন। সাথে সাথে বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদরাসা সমূহের শিক্ষক -শিক্ষার্থীদেরও প্রাথমিকের ন্যায় সকল সুযোগ -সুবিধার ব্যবস্থা করবেন।

মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী আরও বলেন, ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার-প্রসার ও এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে ইসলামের কল্যাণময় স্রোতধারায় সঞ্জীবিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজকে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার মেধাবী নেতৃত্বে দেশকে আরো সুনামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের শিক্ষা ব্যাবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে বাংলাদেশ কে পৃথিবীর বুকে একটি সুখী -সমৃদ্ধ ও আধুনিক দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের আলিয়া নেছাবের মাদাসার শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে

ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূল সকল কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এসময় তিনি শিক্ষক নেতৃবৃন্দসহ দেশের সকল পেশাশ্রেণীর ব্যক্তি বর্গকে দেশের চলমান উন্নয়নকে আরো এগিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ময়মনসিংহ ডি এস কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা ড. ইদ্রিস খান, ঠাকুরগাঁও সালন্দর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা রফিকুল ইসলাম, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সহকারী মহাসচিব মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল মুকিম প্রমূখ।

এছাড়াও সভায় ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন মাদরাসার অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা ছিলেন। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের রূহের মাগফেরাত এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে জমিয়াতুল মোদার্রেছী ন নেতৃবৃন্দ শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদরাসার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন

পার্বতীপুরে বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীন মহাসচিব

দিনাজপুর অফিস : | প্রকাশের সময় : ২৬ জানুয়ারি, ২০২১, ১২:০১ এএম

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেছেন, জমিয়তের সাবেক সভাপতি মরহুম মাওলানা এম এ মান্নানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদরাসা শিক্ষকেরা আজ মর্যাদার আসন পেয়েছে। এবতেদায়ী মাদরাসাসহ স্বতন্ত্র ও সকল বেসরকারি মাদরাসাকে জাতীয়করণ জরুরী হয়ে পড়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৩ সালে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী শিক্ষাকে আলো দান করেন। তারই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও মাদরাসার উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে মাদরাসা ও মাদরাসা শিক্ষকদের অবদানকে সর্বদা কাজ করে চলেছেন।

তিনি গতকাল সোমবার দিনাজপুরের পার্বতীপুরের ভবানীপুর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার হলরুমে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
মহাসচিব বলেন, আমাদের সভাপতি ও ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিন ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের কথা সরকারের কাছে তুলে ধরছেন। ইতোমধ্যেই এবতেদায়ী মাদরাসাকে প্রাথমিক শিক্ষার মত

এবং উপবৃত্তি প্রদানের ব্যাপারে সরকারের কাছে প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে যার কাজ চলছে। যে কোন সময় সুখবর আসবে। তিনি আরো বলেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন শুধু মাদরাসা শিক্ষকদের উন্নয়নে নয় দেশের নিপীড়িত অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। বন্যা, ঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের মাঝে ত্রাণ নিয়ে এগিয়ে গেছে। কাজ করছে রেহিঙ্গাদের জন্য। সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভাসান চরেও স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেখানে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ বলেন, মাদরাসা শিক্ষকেরা আজ নিজ মোটরসাইকেলে চলাফেরা করছেন কিন্তু গত কয়েক বছর আগেও যা চিন্তার মধ্যে ছিল না। আর তা সম্ভব হয়েছে মাদরাসা শিক্ষকদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীনের কর্মকাÐ এবং বর্তমান সরকারের ইসলামী শিক্ষার প্রতি আন্তরিকতা। সংগঠনের সভাপতি ও ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দিন মাদরাসা শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবিকে সামনে নিয়ে কাজ করে যাওয়ায় আজ তা সফল হয়েছে।

বক্তব্য শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ দেশের সকল মরহুম মাদরাসা শিক্ষক আলেমসহ মুমিনদের আত্মার মাগফেরাত ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাসহ তার পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রিন্সিপাল হাসান মাসুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিন্সিপাল মাওলানা ড. ইদ্রিস খাঁন, সহকারি মহাসচিব মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ। পরে অসহায় দুস্থ মানুষের জন্য জেলার পাঁচ উপজেলার বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীন এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে ৫ শতাধিক শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিসহ অন্যান্যরা। এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় নিজ নিজ এলাকার শীতার্ত মানুষের মাঝে বন্টনের উদ্দেশ্যে।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

কুড়িগ্রামে জমিয়াতুল মোদারেছীনের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

কুড়িগ্রাম জেলা সংবাদদাতা | প্রকাশের সময় : ২৬ জানুয়ারি, ২০২১, ১:৫৭ পিএম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন কুড়িগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলার উলিপুর উপজেলার পাঁচপীর কেরামতিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জেলার নয়টি উপজেলার মাদ্রাসার আড়াইশ নৈশ প্রহরীকে কম্বল বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কম্বল বিতরণ করেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ সাব্বির আহমেদ মোমতাজী। এ সময় সংগঠনের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ হাদিউজ্জামান, জেলা মোদারেছীন এর সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ শফিকুর রহমান, আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও আজকের প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ

রংপুরে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মহাসচিব

স্টাফ রির্পোটার, রংপুর থেকে : | প্রকাশের সময় : ২৮ জানুয়ারি, ২০২১, ১২:০১ এএম

মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বির আহমেদ মোমতাজি বলেছেন, ইসলামে বঙ্গবন্ধুর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি যেমন দেশের জন্য নিবেদিত ছিলেন তেমনি ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষা প্রসারেও ছিলেন নিবেদিত। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার জন্য যে অবদান রেখেছেন তা অনস্বীকার্য।

গতকাল বুধবার দুপুরে রংপুরের ধাপ সাতগাড়া বায়তুল মোকাররম মডেল কামিল মাদরাসায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন রংপুর জেলা শাখা আয়োজিত ‘ইসলামে বঙ্গবন্ধুর অবদান’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন রংপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রিন্সিপাল আ ন ম হাদীউজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি প্রিন্সিপাল মাওলানা শাবিবর আহমেদ মোমতাজি ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের বিভিন্ন ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশের আলেম-ওলামাদের যথেষ্ট সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতেন। তার জীবদ্দশায় কখনও আলেম-ওলামাদের অসম্মান করেননি। সবসময়ই তিনি

আলেম-ওলামাদের সম্মানের চোখে দেখেছেন। এদেশে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অবদান রেখেছেন-তা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ইসলামে তার অবদানের কথা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতা ও স্বদিচ্ছার কথা তুলে ধরে বলেন, মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠার পর দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। যা আলেম-ওলামা ও পীর মাশায়েখদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অগাধ শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আর ইসলাম শিক্ষার প্রতি আন্তরিকতার স্বাক্ষ্য বহন করে। তিনি আশা করেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী শিক্ষা ও দেশের আলেম-ওলামাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ছিল তা অক্ষুন্ন রাখবেন। তিনি মাদরাসা শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষকসহ দেশের আলেম-ওলামাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের কথা বিশদভাবে তুলে ধরে বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদরাসা শিক্ষা বিস্তার ও মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে যে ভূমিকা রেখেছেন তা দেশের আলেম-ওলামাসহ ইসলাম প্রিয় সর্বস্তরের মানুষ স্মরণ রাখবে। তিনি মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোও তুলে ধরেন। তিনি এবতেদায়ী মাদরাসাগুলোকে অবিলম্বে জাতীয়করণ করার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষা অধিদফতর, মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, আরবী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন দফতরে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম-ওলামাদের নিয়োগ দেয়ার অনুরোধ জানান এবং মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে তার নির্দেশিত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে নির্দেশ প্রদানেরও অনুরোধ জানান। রংপুর শাখার যুগ্ম সম্পাদক প্রিন্সিপাল আল-আমিন মেজবাহ'র সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সম্পাদক মাওলানা মো. আব্দুর রাজ্জাক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব কাউনিয়া উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মো. আব্দুর রশীদ, মিঠাপুকুর উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মো. আব্দুল মোনয়েম, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মো. আব্দুল জলিল, বদরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মো. আব্দুল আলিম, গঙ্গাচড়া উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মো. ফজলুল রহমান চৌধুরী খাজা, বড় রংপুর কারামাতিয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মো. আলতাফ হোসাইন এবং রংপুর মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা মো. হাসমতুল্লাহসহ প্রমুখ। আলোচনা সভায় জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও আন্তরিকতার বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরেন। পরে বঙ্গবন্ধুর রূহের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বড় রংপুর কারামতিয়া কামিল মাদরাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ আলী। শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে শীতার্ত মানুষের জন্য বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দের কাছে শীতবস্ত্র হস্তান্তর করা হয়।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কম্বল বিতরণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ইনকিলাব ডেস্ক | প্রকাশের সময় : ২৯ জানুয়ারি, ২০২১, ১২:৪৪ এএম

গাইবান্ধায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধুর অবদান ও আজকের প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে দেশের মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের পেশাজীবী অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। এসময় বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারে শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনায় মাদরাসায় কর্মরত কর্মচারীদের মাঝে উপজেলা নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে কম্বল বিতরণ করা হয়।

গত বুধবার বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোর্দারেছীন গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে গাইবান্ধা জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা এবাদুর রহমানের সভাপতিত্বে শীতবস্ত্র বিতরণ পূর্বে 'ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও আজকের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সেক্রটারী প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু ইউসুফ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেন, ইসলামের সেবায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসংখ্য অবদান রেখে গেছেন তা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। ইসলামকে সমুন্নত ও উজ্জীবিত রাখার লক্ষ্যে তিনি যেসব মহৎ ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ

নিয়েছিলেন তার সুফল আমরা সকলেই ভোগ করছি। আর এজন্যই তিনি দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের হৃদয়ে স্থান করে আছেন যুগযুগ ধরে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নিতে সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছেন। সম্প্রতি কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের মান, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, শতভাগ বেতন স্কেল, ইবতেদায়ী উপবৃত্তি, মন্ত্রণালয়ে আলাদা মাদরাসা বিভাগ চালু -এসবই তার ধর্মভিরুতা ও ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগের বহিঃপ্রকাশ।

তিনি আরো বলেন, চলমান মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় এক বছর যাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রয়েছে। যার ফলে অনেক শিক্ষার্থীই পাঠ্যবই থেকে দূরে অবস্থান করছে এবং পড়াশোনা অনেকটা পিছিয়ে গেছে। দেশের সকল মাদরাসা প্রধান ও শিক্ষকবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আবারও শিক্ষানুরাগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শিগগিরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার ঘোষণা আসবে। তাই এখন থেকেই কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব প্রিন্সিপাল আ ন ম হাদিউজ্জামান ও সহকারী মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, প্রিন্সিপাল মাওলানা শাখাওয়াত হোসেন, প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল লতিফ, প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব, প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুস সামাদ, প্রিন্সিপাল মাওলানা শাহ হোসাইন আহমদ, মাওলানা আবুবকর শিবলী প্রমুখ।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকল শহীদের রূহের মাগফেরাত কামনাসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দো'আ করা হয়।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

মাদরাসা শিক্ষকদের সরকারি বেতন চালু করেন বঙ্গবন্ধু

বগুড়ায় মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী

বগুড়া ব্যুরো : | প্রকাশের সময় : ৩০ জানুয়ারি, ২০২১, ১২:০১ এএম

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী বলেছেন, এদেশে মাদরাসা শিক্ষার প্রসার, বিকাশ এবং শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৩ সালে যখন তৎকালীন সরকারের ওপর মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার চাপ দেয়া হয়েছিল, তখন সেই চাপ দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করেন তিনি। শুধু তাই নয়, তিনি মাদরাসা শিক্ষক সমাবেশে যোগ দিয়ে এদেশে মাদরাসা শিক্ষা চালু রাখার বজ্রকন্ঠ ঘোষণা দেন। তিনি মাদরাসা শিক্ষকদের সরকারি বেতন চালু রাখারও ব্যবস্থা করেন। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করে তার চেয়ারম্যান করেন মাও. আব্দুর রশীদ তর্ক বাগীশকে।

তিনি বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন করে সহজবোধ্য বাংলায় কোরআন হাদিস ফেকাহর কেতাব প্রকাশ করার মূল কারিগর তিনিই। গতকাল দুপুরে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ঠনঠনিয়া নূরুন আলা নূর ফাযিল মাদরাসায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জন্মশতার্ষিকী উপলক্ষ্যে “ইসলামের সেবায় বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের অবদান ও আজকের প্রেক্ষাপট” শীষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রিন্সিপাল আব্দুল হাই বারীর সভাপতিত্বে তিনি বলেন, অতীতের মতো এখনও বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম অরাজনেতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তবে তা' সম্ভব হবেনা। কারণ এই সংগঠনের জন্ম থেকে অবধি পীর মাশায়েখদের ছোহবত সংশ্লিষ্টতা ও দোয়ার ফায়েজ আছে।

মহাস্থান শাহসুলতান বলখী (রহ.) আলিম মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও শিবগঞ্জ উপজেলার সভাপতি আলহাজ্ব আবু বকর সিদ্দিকের পরিচালনা উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলাানা মো. মোকাদ্দেসুল ইসলাম, সরকারি মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা আলিয়া মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল আলহাজ্জ মো. মোখলেসুর রহমান, সিরাজগঞ্জ জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা মো. আতিকুর রহমান, বগুড়া জেলা শিক্ষা অফিসার মো. হজরত আলী, বগুড়া জমিয়াতুল মোদার্রেছীন বগুড়া জেলার সহ সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা হাফিজুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মাও. রেজাউল বারী বাবলুসহ প্রিন্সিপাল ড.আব্দুল মান্নান, প্রিন্সিপাল হাফিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল মাও. ইসমাইল হোসেন, প্রিন্সিপাল মাও. হারুনুর রশীদ, প্রিন্সিপাল আ ন ম ইয়াহিয়া, মেসবাহুল আলম, এবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষকদের পক্ষে মোৎ হায়দার আলী প্রমুখ।

সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে প্রধান ও বিশেষ অতিথিদের স্বাগত জানান জমিয়াতুল মোদার্রেছীন বগুড়া জেলা শাখার সম্পাদক প্রিন্সিপাল মাও. রাগেব হাসান ওসমানি। অনুষ্ঠানের সকল বক্তা তাদের বক্তব্যে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সাবেক সভাপতি, সাবেক ধর্মমন্ত্রী ও দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা মাও. এম এ মান্নান (রহ.) এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর নিরলস অবদানের কথা ভোলার নয়।

বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর ধারাববাহিকতায় তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মাদরাসা শিক্ষায় অভ,তর্পূব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তিনি আলাদা মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদরাসা শিক্ষকদের স্কেল বৈষম্য দূর করে মাদরাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন ও অধিকতর গতিশীল করেছেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি জেলার বিভিন্ন উপজেলার দারিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করেন। সবশেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় মোনাজাত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
জয়নাল আবেদীন (রহ.)'র মাজার জিয়ারত : বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী ঠনঠনিয়া খানকার মরহুম পীর জয়নাল আবেদীন (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করলেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব প্রিন্সিপাল মাওলানা শাব্বির আহমেদ মোমতাজি। তিনি গতকাল শুক্রবার বগুড়ায় জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নির্ধারিত কর্মসূচি শেষে বিকেলে দরবার শরীফে আসলে তাঁকে স্বাগত জানান, মরহুম পীরের দুই নাতি পীরজাদা মাওলানা শাব্বির হাসান ওসমানি ও পীরজাদা মাওলানা রাগেব হাসান ওসমানি।